দৈনিক খবর

তারিখ ... 17 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

112

চট্টগ্রাম মেডিকেলে বন্দুকযুদ্ধ

ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হবার পর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। চট্টগ্রাম থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টারের পাঠানো খবরে প্রকাশ, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রাতে কলেজ ছাত্রাবাসে দু'দল ছাত্রের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ, বোমাবাজি, ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপের ঘটনায় পুলিশের একজন কনস্টেবলসহ কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে। অধিকতর সহিংসতার আশংকায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজটি বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। বিভিন্ন পত্রিকার খবর অনুযায়ী ঃ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র হামলা ও অগ্নিসংযোগে একজন পুলিশসহ অন্ততঃ ৩০ জন ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। এ হামলার ফলে ছাত্রদের বই, মূল্যবান আসবাবপত্র ও ৫টি মোটর সাইকেলসহ কয়েক কোটি টাকার সম্পদ ভস্মীভূত হয়েছে। গত রোববার মধ্যরাতে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী এই নারকীয় হামলা চালায়।

ছাত্ররা সাংবাদিকদের জানান, ছাত্রলীগ (মে-ই) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে প্রায় ৫০ জনের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে ছাত্র শিবির বাধা দেয়। এতে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অতঃপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা ছাত্রাবাসে অবস্থানরত ছাত্রলীগ সদস্যদের ওপর বোমা, পিস্তল, কিরিচ, চাইনীজ কুড়াল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় ছাত্রদের অধিকাংশই ঘুমিয়ে ছিল। সশস্ত্র আক্রমণে ছাত্ররা জীবন বাঁচাবার জন্য এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সশস্ত্র শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগ সমর্থিত ছাত্রদের ৪৫টি কক্ষে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাট করে। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ চলাকালে শতাধিক রাউন্ড গুলী বিনিময় হয় এবং এক হাজার রাউন্ডেরও বেশী ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। রাত ৩টার পর প্রায় ১ প্লাটুন পুলিশ একযোগে মেডিকেল কলেজের প্রধান ছাত্রাবাস এবং নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ১নং ছাত্রাবাসে সাঁড়াশি তল্লাশী চালায়। প্রধান ছাত্রাবাসের ৪র্থ তলা থেকে ৪টি এলজি, ৫টি পাইপ গান, ১টি খেলনা পিস্তল, ১১ রাউন্ড ৩০৩ রাইফেলের গুলী, ৫টি বন্দুকের কার্তুজ, ৩৬টি বন্দুকের গুলীর খোসা, ১২টি বিদেশী রকেট বোমা, ২টি বিদেশী মর্টার সেল এবং প্রচুর পরিমাণ কিরিচ, কুড়াল, ড্যাগার, লোহার রড, হকিস্টিক, লাঠি ও ৩টি অগ্নিদগ্ধ মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়। এ সব অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীদের কক্ষ থেকে। ছাত্রদের সূত্রে জানান হয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজ দখল করে নেয়ার পর দীর্ঘদিন থেকেই ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ দখল করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। গত দু'টি সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের কাছে হেরে গিয়ে তারা আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। উল্লেখিত সশস্ত্র হামলা সেই আক্রোশেরই বহিঃপ্রকাশ।

প্রায় ৩ ঘন্টাব্যাপী ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার সংবাদে আমরা উদ্বিগ্ন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিককালে এর মাত্রা ও ব্যাপকতা আশংকাজনকভাবেই বেড়ে গেছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতা দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ইদানীং তাদের হিংস্রতা হাজার গুণ বেড়ে গেছে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের উপর্যুপরি হামলা ও রক্তপাতের ঘটনার ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অনেক আগেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীসহ সম্মানিত শিক্ষকরাও শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। ছাত্রীদের হোস্টেলেও ছাত্র শিবির হামলা করেছে। তাদের হাতে ছাত্রী লাঞ্ছিত হবার ঘটনা বহুবার ঘটা সত্ত্বেও শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নেননি। সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে এসেছে। ফলে শিবিরের সশস্ত্র দৌরাত্ম্য অপ্রতিরোধ্য গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার সুযোগে শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা কতদূর বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, গত রোববার মধ্যরাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে উল্লেখিত নারকীয় হামলা ও বন্দুকযুদ্ধ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তৎপরতার দরুন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এক অভূতপূর্ব অচলাবস্থা বিরাজমান। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র মাস্তানরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসসমূহে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করলেও কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের বিভিন্ন কলেজে সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি করে তারা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এসব কলেজে ঘন ঘন সশস্ত্র সংঘর্ষ হওয়ায় লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ আর নেই। এবার তারা হামলা করলো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ওপর, যার ফলে পুলিশসহ প্রায় অর্ধশত ছাত্র আহত হলেন। কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজেও লেখাপড়ার পাট আপাততঃ চুকে গেল। এখন প্রশ্ন হলো- এই সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকার দ্বিধাগ্রস্ত কেন? আর বেশী দেরী করা হলে গোটা দেশেরই তো বারটা বেজে যাবে। তাই সন্ত্রাস নির্মূল অভিযান জোরদার করে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং অস্ত্র উদ্ধারে তৎপর হতে আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসে হামলাকারী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে অধিক বিলম্ব করা হবে না, এটা অবশ্যই প্রত্যাশিত।